ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

Digital Media Act No. : DM /34/2021 ● Prgi Application Process No. : T/WB/2024/0617/6991/1130 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/

● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ০৩৯ ● কলকাতা ● ২৭ মাঘ, ১৪৩১ ● সোমবার ● ১০ ফেব্রুয়ারী ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

দিল্লিতে আপ হারতেই কলকাতায় 'কাঁপছে' তৃণমূল? ২৬-এর ভোটে কী হবে বলে দিলেন কল্যাণ

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

সম্প্রতি ৯৫ জন ভারতীয় মৎস্যজীবীকে গ্রেফতার করেছে বাংলাদেশের উপকূলরক্ষী বাহিনী। এর মধ্যে অধিকাংশ মৎস্যজীবীকে গ্রেফতার করা হয়েছিল মাস দুয়েক আগে। বাকি মৎস্যজীবীদের গ্রেফতার করা হয়েছে গত মাসে। একসঙ্গে

এরপর ৩ পৃষ্ঠায়

পদত্যাগ করলেন মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী বীরেন! অমিত শাহের সঙ্গে বৈঠকের পর ইম্ফলে ফিরেই ঘোষণা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিংহ! কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে বৈঠকের পর ইম্ফলে ফিরেই ইস্তফা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন বীরেন। রবিবার ইম্ফলে রাজ্যপাল অজয়কুমার ভল্লার সঙ্গে দেখা করে পদত্যাগপত্রও জমা দিয়েছেন তিনি।গত দেড় বছরেরও বেশি সময় ধরে অশান্ত মণিপুর। ২০২৩ সালের মে মাসে প্রথম মেইতেই এবং কুকি-জো সম্প্রদায়ের মধ্যে হিংসা ঘিরে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে সে রাজ্যের পরিস্থিতি। মাঝে কিছু দিন বিরতির পর গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসে মেইতেই ও কুকি জনগোষ্ঠীর মধ্যে নতুন করে সংঘর্ষ শুরু হয়। জ্বালিয়ে দেওয়া হয় একাধিক বাড়িঘর। দফায় দফায় সংঘর্ষ চলে মণিপুরের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে। মুখ্যমন্ত্রীর পাশাপাশি রাজ্যের বেশ কয়েক জন বিধায়কের বাড়িতেও হামলা চালায় উন্মত্ত জনতা। রাজ্যের পাঁচ জেলায় কার্ফু জারি করা হয়। বন্ধ করে দেওয়া হয় ইন্টারনেট পরিষেবাও। বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সূত্র মতে, মণিপুরে এ পর্যন্ত কয়েকশো মানুষের মৃত্যু হয়েছে। গৃহহীন আরও

এরপর ৩ পাতায়

দিল্লি নির্বাচনের ফলাফলের পর কল্যাণের দাবি ২০২৬ নির্বাচনের পর বিজেপি বিরোধী দলের নেতা দিতে পারবেনা

বেবি চক্রবর্তী: কলকাতা

দিল্লিতে বিদায় আপ, তারপরেই ২৬-এর জন্য কোমর বেঁধে মাঠে নেমে পড়েছে বিজেপি। তাদের পাখির চোখ যে এবার টার্গেট বাংলা, তাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী। যদিও সেই সব দাবিকে আমল দিতে নারাজ রাজ্যের শাসক দল। পালটা তৃণমূলের দাবি ২০২৬-এ ভোটের পর বিরোধী দলনেতাও বিজেপির তরফ থেকে হবে না।কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কটাক্ষ করতেই তার পালটা জবাব দিয়েছে তৃণমূলও। চুপ না থেকে ২৬-এ বাংলায় বিজেপির ক্ষমতায় আসার দাবিকে নস্যাৎ করে উড়িয়ে দিয়েছেন শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, "পশ্চিমবাংলায় বিজেপির কোনও জায়গা থাকবে না, নিশ্চিন্তে থাকুন। বাংলায় ২০২৬-এ বিজেপি ৩০টা আসন পাবে না। ওঁরা বিরোধী দলনেতা দিতে পারবে না।"

চাকদা থেকে বিপুল অত্যাধুনিক অস্ত্র উদ্ধার পুলিশের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র। অত্যাধুনিক সেইসব আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়েছে বাংলার মাটিতে। এই বিপুল পরিমাণ অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র দেখে চোখ কপালে উঠে যায় জেলা পুলিশের। নদিয়ার চাকদায় বেআইনি অস্ত্র মজুত করে রাখার অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ওই ব্যক্তির কাছ থেকে দুটি সেভেন এমএম পিস্তল, ৩টি ম্যাগাজিন এবং ৮ রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার করা হয়েছে।তবে শুক্রবার বেশি রাতে বেশ কিছু অস্ত্র-সহ তিন পাচারকারীকে আটক করে কলকাতা পুলিশের এসটিএফ। এসটিএফের কাছে গোপন সূত্রে খবর আসে, একদল দুষ্কৃতী উত্তরপ্রদেশ থেকে বাংলায় এসে অত্যাধুনিক অস্ত্র নিয়ে বড়বাজার এলাকায় কোনও অপরাধ করতে যাচ্ছে। বেশি রাতে এই গোপন খবরের উপর ভিত্তি করে অভিযান

এরপর ৪ পাতায়

উত্তর ২৪ পরগনায় সম্পাদক পদে কে? সিপিএমের তিন গোষ্ঠীর কোন্দল তুঙ্গে

শম্ভু রায়,বারাসত ও কলকাতা:

জেলা সম্পাদকের দাবিদার নিয়ে চরম গোষ্ঠীকোন্দল উত্তর ২৪ পরগনা জেলা সিপিএমে। নয়া জেলা সম্পাদক হিসাবে তিন গোষ্ঠী তাদের পছন্দের তিনজনের হয়ে সওয়াল করছে বলে খবর। পুরনো জেলা সম্পাদক ছিলেন মৃণাল চক্রবর্তী। তাঁকে এবারও পদে বহাল রাখতে অসুস্থ শরীর নিয়েও সম্মেলনে হাজির গৌতম দেব।শনিবার হুইল চেয়ারে হাজির ছিলেন গৌতম দেব। এখন দেখার, সম্পাদক পদে বদল আনবে আলিমুদ্দিন? নাকি মৃণালকেই রেখে দেওয়া হবে। এই দৌড়ে এগিয়ে রয়েছেন সন্দেশখালির সিপিএম নেতা নিরাপদ সর্দারও।নতুন সম্পাদক কে হবেন? তা নিয়ে চরম কোন্দল সামনে চলে এসেছে উত্তর ২৪ পরগনা সিপিএমে।

শুক্রবার বারাসতে অনুষ্ঠিত হওয়া জেলা সম্মেলনের প্রথম দিনেই বর্তমান জেলা সম্পাদককে বদলের দাবিতে অশান্তির সূত্রপাত হয়েছিল। জেলা সম্পাদক মৃণাল চক্রবর্তী নিষ্ক্রিয়। ফলে জেলায় দলের সক্রিয়তা নেই। তাই অবিলম্বে মৃণালকে বদল করতে হবে। এই দাবি তুলে সরব হন সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধিদের একাংশ। আর গতকাল শনিবার সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনেও সম্পাদক বদল নিয়ে পরিস্থিতি তপ্ত ছিল। মৃণালের বদলে রাজ্য কমিটির সদস্য তথা উত্তর ২৪ পরগনার নেতা পলাশ দাসকে জেলা সম্পাদক করার জন্য দাবি ওঠে সেদিন। সায়নদীপ মিত্র থেকে আহমেদ আলি খানরা এই দাবি তোলেন।আবার অন্য একটি গোষ্ঠী চাইছে, জেলার পরিচিত মুখ সোমনাথ ভট্টাচার্যকে সম্পাদক করতে। এসএফআইয়ের প্রাক্তন রাজ্য সভাপতিও ছিলেন সোমনাথ ভট্টাচার্য। সূত্রের খবর, গার্গী চট্টোপাধ্যায়-সহ আরও কয়েকজন নেতা-নেত্রী সোমনাথের পক্ষে সওয়াল করেছেন। এরই মধ্যে আবার প্রাক্তন যুবনেতা সায়নদীপ মিত্রকে সম্পাদক করার দাবি তুলেছেন প্রাক্তন বিধায়ক মানস মুখোপাধ্যায়। সায়নদীপের আত্মীয় মানস মুখোপাধ্যায়। আর বর্তমান জেলা সম্পাদক মৃণাল চক্রবর্তীকে সম্পাদক পদে বসিয়েছিলেন প্রাক্তন সম্পাদক গৌতম দেবই। ফলে সেখানেও দ্বন্দ্ব স্পষ্ট।

(১ম পাতার পর)

দিল্লিতে আপ হারতেই কলকাতায় 'কাঁপছে' তৃণমূল? ২৬-এর ভোটে কী হবে বলে দিলেন কল্যাণ

এতজন মৎস্যজীবী গ্রেফতার হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই দুশ্চিন্তায় দিন কাটছে পরিবারের।উল্লেখ্য, গত দু মাস আগে সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়ে বাংলাদেশের উপকূলরক্ষী বাহিনী ৭৯ জন ভারতীয় মৎস্যজীবীকে গ্রেফতার করেছিল। তারাও সকলে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দা। অভিযোগ, আন্তর্জাতিক জলসীমা পেরিয়ে বাংলাদেশ সীমান্তে প্রবেশ করার অভিযোগে গত অক্টোবর মাসে প্রথমে ৩১ জন মৎসজীবী ও তারও কিছুদিন পরে ৪৮ জন মৎসজীবীকে গ্রেফতার করেছিল বাংলাদেশ উপকূলরক্ষী বাহিনী । পরে নভেম্বরে গ্রেফতার করা হয় ১৬ জনকে।ইতিমধ্যেই এ বিষয়ে তারা রাজ্য সরকারের হস্তক্ষেপ চেয়েছেন। আর এবার এইসকল মৎজীবীদের দেশে ফেরাতে এগিয়ে আসল রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই মৎস্যজীবীদের দেশে ফেরানোর আশ্বাস দিয়েছেন।

সোমবার নবান্নে গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতি বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আগে কী হত, মৎস্যজীবীরা হারিয়ে যেতেন। পথ খুঁজে পেতেন না। আমরা ভাবতাম যে কোথায় গেল, কী হল। বাড়ির লোকজন ভাবতেন যে মৃত্যু হয়েছে নাকি। কিন্তু আমরা এখন একটা ট্র্যাকিং সিস্টেম করে দিয়েছি। তাতে আমরা ধরতে পারি যে তাঁরা কোথায় আছেন। আমাদের যে ৯৫ জন বাংলাদেশে আছেন, সেটা আমরা জানি।' সেইসঙ্গে তিনি জানান, পরিবারকে জানিয়ে দিতে যে কাল-পরশুর মধ্যে মৎস্যজীবীরা ফিরে আসবেন। আর রাজ্যের স্বরাষ্ট্রসচিব নন্দিনী চক্রবর্তীকে নির্দেশ দেন যে 'বাংলাদেশের যারা আটকে আছে, তাদের ছেড়ে দাও। আর আমাদের ভারতীয়রা যারা আটকে আছে, তাদেরও ছাড়িয়ে দাও।'

কোটা সংস্কার নিয়ে ছাত্র আন্দোলন ও গণঅভ্যুত্থানকে কেন্দ্র করে গত জুলাই মাস থেকে অস্থির হয়েছে বাংলাদেশ। তারপর গত ৫ অগস্ট প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারের পতনের পর সেদেশে সংখ্যালঘুদের উপরে অত্যাচার বেড়েছে। মাঝখানে কিছুদিন থেমে থাকলেও সম্প্রতি ফের সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে অস্থির হয়ে উঠেছে বাংলাদেশ। এই অবস্থায় গ্রেফতার হওয়া মৎস্যজীবীদের পরিবারের দুশ্চিন্তা আরও বেড়েছে।

গ্রেফতারের পরেই পরিবারগুলি স্থানীয় প্রশাসনের কাছে মৎস্যজীবীদের ফিরিয়ে আনার জন্য আর্জি জানিয়েছিল তাদের পরিবার। জানা গিয়েছে, সম্প্রতি এই বিষয়টি পৌঁছেছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যেয়ের কানে। সেই বিষয়টি জানতে পেরেই তিনি তাঁদের ফিরিয়ে আনতে আগ্রহী হয়েছেন। পাশাপাশি তিনি এবিষয়ে কেন্দ্র সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। জানা গিয়েছে, সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রীর দফতর থেকে কাকদ্বীপের বিধায়ক মন্টুরাম পাখিরাকে ফোন করে বাংলাদেশে গ্রেফতার হওয়া মৎস্যজীবীদের পরিবারের সদস্যদের নিয়ে খোঁজখবর নেওয়া হয়। এনিয়ে মন্টুরাম জানান, মুখ্যমন্ত্রীর দফতর থেকে ফোন মৎস্যজীবীর পরিবারের সদস্যদের খোঁজ নেওয়ার পাশপাশি দেশে ফিরিয়ে আনার বিষয়ে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। এর জন্য পরিবারের সদস্যরা মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

(১ম পাতার পর)

পদত্যাগ করলেন মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী বীরেন! অমিত শাহের সঙ্গে বৈঠকের পর ইম্ফলে ফিরেই ঘোষণা

অনেকে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে মুখ্যমন্ত্রীর ভুমিকা নিয়ে অতীতে বার বারই প্রশ্ন উঠেছে। গত বছরের শেষ দিনে মণিপুরবাসীর কাছে প্রকাশ্যে ক্ষমাও চেয়েছিলেন বীরেন। সঙ্গে আশ্বাস দিয়েছিলেন, ২০২৫ সালে রাজ্যে স্বাভাবিকতা ফিরবে; ফেরাবেন তিনিই। অথচ সেই আশ্বাসের মাসখানেকের মাথায় পদত্যাগ করলেন বীরেন!

সূত্রের খবর, গত বেশ কিছু দিন ধরেই দলের অভ্যন্তরে ও বাইরে দ্বিমুখী চাপের সম্মুখীন হতে হচ্ছিল বীরেনকে।এই আবহে রবিবার সকালে নয়াদিল্লিতে শাহ এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জেপি নাড্ডার সঙ্গে দেখা করেন বীরেন। সঙ্গে ছিলেন বিজেপি ও নাগা পিপল্‌স ফ্রন্ট (এনপিএফ)-এর ১৪ জন বিধায়ক। মাত্র ১৫ মিনিটের বৈঠকের পর ইম্ফলে ফিরেই বীরেন ইস্তফা দেন মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, পদত্যাগপত্রে বীরেন লিখেছেন, "এত দিন মণিপুরের মানুষের সেবা করতে পেরেছি, এটা আমার কাছে সম্মানের। মণিপুরবাসীর স্বার্থ রক্ষার জন্য সময়োপযোগী পদক্ষেপ করা এবং নানা উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়িত করার জন্য আমি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে কৃতজ্ঞ।"

বিভিন্ন সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, মণিপুর বিধানসভায় অনাস্থা প্রস্তাব আনার বিষয়ে ভাবনাচিন্তা করছিল কংগ্রেস। তা ছাড়া, বীরেনের নেতৃত্ব নিয়ে অসন্তুষ্ট ছিলেন সে রাজ্যের বিজেপি বিধায়কেরাও। ভোটাভুটি হলে বীরেন সরকারের পতনের সম্ভাবনা রয়েছে, এমনই আশঙ্কা ছিল। এই পরিস্থিতিতে বীরেনের পদত্যাগ ছাড়া কোনও গতি ছিল না। সূত্রের খবর, রবিবারের বৈঠকে তাঁকে সে কথা বলেও দেন শাহ।

মাদক কারবারিকে নিয়েই এসটিএফের তল্লাশি বারুইপুরে

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

গত মঙ্গলবার দুপুরে বারুইপুরে অভিযান চালিয়ে মাদক কারবারিকে গ্রেপ্তার করেছিল রাজ্য এসটিএফ। ঘর থেকে উদ্ধার হয়েছিল এক কেজির বেশি ব্রাউন সুগার। মোকলেশ শেখ ও তাঁর শাশুড়ি সেরিনা বিবিকে গ্রেপ্তার করা হয়। আজ রবিবার ফের ধৃত ব্যক্তিকে নিয়ে ফের তদন্তকারীরা হানা দিলেন ওই বাড়িতে।আর কোথায় মাদক লুকনো আছে? অন্য কোনও

জায়গায় নগদ টাকা জমা করা আছে কিনা? কারা এই চক্রের সঙ্গে জড়িয়ে? সেসব প্রশ্নের উত্তর

এরপর ৫ পাতায়

সম্পাদকীয়

ফের অগ্নিকাণ্ড কুম্ভে, ১৯ নম্বর সেক্টরে পুড়ে ছাই একাধিক তাঁবু, প্রশ্নের মুখে নিরাপত্তা ব্যবস্থা

মহাকুম্ভের পিছু ছাড়ছে না দুর্ঘটনা। চলতি সপ্তাহে এই নিয়ে দ্বিতীয়বার অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটল কুম্ভে। পুড়ে ছাই হয়ে গেল একাধিক তাঁবু। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল গত জানুয়ারি মাসে কুম্ভের ১৯ নম্বর সেক্টরে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। রবিবার সেই একই জায়গায় আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে।তবে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, এর আগে এই গত ১৯ জানুয়ারি এই ১৯ নম্বর সেক্টরেই গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। যার জেরে একডজনের বেশি তাঁবু ভস্মীভূত হয়ে যায়। এরপর গত ২৫ জানুয়ারি ফের আগুন লাগে কুম্ভের ২ নম্বর সেক্টরে জ্বলে যায় দুটি গাড়ি। গত শুক্রবারও ১৮ নম্বর সেক্টরে ইসকনের তাঁবুতে আগুন লাগে। বার বার এই দুর্ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে মহাকুম্ভে যোগী সরকারের ব্যবস্থাপনা নিয়ে।এই দুর্ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর না মিললেও প্রশ্ন উঠছে কুম্ভের নিরাপত্তা নিয়ে।

গত ১৩ জানুয়ারি থেকে প্রয়াগরাজে শুরু হয়েছে মহাকুম্ভ। হিন্দুধর্মের পবিত্র এই মেলা শুরু হওয়ার পর থেকে একের পর এক দুর্ঘটনা সামনে এসেছে। পদপিষ্ট হয়ে ৩০ জনের মৃত্যুর (বেসরকারি মতে সংখ্যাটা শতাধিক) পাশাপাশি ৩টি বড় অগ্নিকাণ্ড ও বেশকিছু ছোটখাট অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। রবিবার অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া যায় কুম্ভের ১৯ নম্বর সেক্টরে। এখানে একটি কল্পবাসী তাঁবুতে আগুন লাগে। গ্যাস সিলিন্ডার লিক করেই এই দুর্ঘটনা বলে প্রাথমিকভাবে দাবি করা হচ্ছে। খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে সেখানে উপস্থিত হয় দমকল। মিনিট দশেকের চেষ্টায় নিয়ন্ত্রণে আসে আগুন। কুম্ভের মুখ্য দমকল আধিকারিক প্রমোদ শর্মা জানান, ওমপ্রকাশ পাণ্ডে সেবা সংস্থানের বসানো একটি তাঁবুতে আগুন লাগার খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে সেখানে তিনটি ইঞ্জিন পাঠান হয়।

আদিশক্তি

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(তেত্রিশতম পর্ব)

আয়োজন করছেন। এমন সময় নতুন বিভ্রাট উপস্থিত। জনরব উঠেছে কালীপ্রসাদ মাঝে মধ্যেই এক মুসলমান বাঈজীর ঘরে রাত কাটান। সুতরাং তাঁর পিতৃশ্রাদ্ধে কোন ব্রাহ্মণ কায়স্থ উপস্থিত হবেন না।

কালীপ্রসাদ কায়স্থদের জন্য অত চিন্তিত নন। কারণ রাজা নবকৃষ্ণের অনুগত ছাড়া অন্য কায়স্থদল শ্রাদ্ধকাজে উপস্থিত থাকবে বলে কথা দিয়েছে। কিন্তু ব্রাহ্মণদলের জন্য তিনি চিন্তায় পড়ে গেলেন। কলকাতা ও আশেপাশের অঞ্চলের ব্রাহ্মণরা শোভাবাজার রাজবাড়ির বৃত্তিভোগী ও অনুগত। ব্রাহ্মণরা

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(২য় পাতার পর)

চাকদা থেকে বিপুল অত্যাধুনিক অস্ত্র উদ্ধার পুলিশের

চালান এসটিএফের গোয়েন্দারা। তাঁরা উত্তরপ্রদেশের নম্বরপ্লেট লাগানো গাড়ি দেখে ধাওয়া করেন। তারপর বড়বাজারের গুরুদ্বারের কাছ থেকে তাদের আটক করে। ধৃতদের কাছ থেকে পুলিশ দুটি পিস্তল, দুটি ম্যাগাজিন এবং ১৭ রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার করেছে। আর আজ নদিয়া থেকে উদ্ধার হল অস্ত্র। কোনও যোগসূত্র আছে কিনা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।কেন রেখেছিল এই বিপুল পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র? আর কারা জড়িয়ে এসবের পিছনে? উত্তর খুঁজতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

কে এই ম্যাগনেট খলিল? আসল নাম খলিল মণ্ডল। বাড়ি চাকদায়। সমাজবিরোধী কাজের মধ্য দিয়েই অপরাধ জগতে আসে খলিল। এই খলিল ম্যাগনেট অর্থাৎ চুম্বক তৈরি করতে পারে। আর তা দিয়ে নানা কাজ করতে পারে বলে সূত্রের খবর। তাই তার নাম হয়ে যায় ম্যাগনেট খলিল। এই খলিলের সঙ্গে মুঙ্গের-সহ নানা জায়গায় থাকা অস্ত্র কারবারিদের যোগাযোগ রয়েছে। অস্ত্র এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় পৌঁছে দেওয়ার কাজ করত এই খলিল। অস্ত্র পাচার করে টাকাও রোজগার করত সে। জেলায় এখন যে পরিমাণ অপরাধ বেড়েছে তাতে খলিলের থেকে অস্ত্র নিয়েই অনেকে করছে বলে সূত্রের খবর। আজ তাকে কল্যাণী মহকুমা আদালতে পেশ করা হলে বিচারক সাতদিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন।পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃত খলিল মণ্ডল ওরফে ম্যাগনেট খলিল বেশ কিছুদিন ধরেই অস্ত্র পাচারের কাজের সঙ্গে জড়িত। খলিল চাকদা থানার দেওলি পঞ্চায়েতের নারকেলডাঙা এলাকার বাসিন্দা। খলিলের বিরুদ্ধে আগেও সমাজবিরোধী কার্যকলাপে যুক্ত থাকার অভিযোগ ছিল। শনিবার মাঝরাতে পুলিশের কাছে খবর আসে খলিল বেআইনি অস্ত্র মজুত করেছে। তখনই তার বাড়িতে অভিযান চালায় পুলিশ। আর বিপুল পরিমাণ অত্যাধুনিক অস্ত্র-সহ গ্রেফতার করে তাকে। কেন এই অস্ত্র মজুত করছিল খলিল? প্রশ্ন উঠছে। কোনও নাশকতা অথবা কাউকে খুন করতে অস্ত্র পাচার করত কিনা সেটাই এখন জেরা করে জানার চেষ্টা চলছে।

শিবরাত্রি ব্রতের ব্যাখ্যা করেন মহাদেব স্বয়ং

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

এমন সময় এসে উপস্থিত হলেন সেই মন্দিরের পুরোহিত। পার্বতী তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা বলুন তো কে জিতবে এই খেলায়?"

পুরোহিত কিছু না ভেবেই উত্তর দিল, "ভোলানাথই জিতবেন।"কিন্তু খেলার শেষে জিতলেন দেবী পার্বতী। পার্বতী বলেন যে সে মিথ্যা কথা বলেছে এবং এই অপরাধে তাকে অভিশাপ দিলেন যে তার কুষ্ঠ হবে। **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

প্রযুক্তি এবং পার্টনারশিপের উপর জোর দিয়ে প্যারাগন ফুটওয়্যার ৫০ বছর পূর্তি উদযাপন করছে

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

প্রযুক্তি এবং পার্টনারশিপের উপর জোর দিয়ে প্যারাগন ফুটওয়্যার ৫০ বছর পূর্তি উদযাপন করছে

কলকাতা, ভারত, 29 জানুয়ারী ২০২৫: ভারতের বিশ্বস্ত ফুটওয়্যার ব্র্যান্ড প্যারাগন কলকাতায় একটি গ্র্যান্ড ডিলারস মিটের মাধ্যমে তার গোল্ডেন জুবলী উদযাপন করেছে, যেখানে ব্র্যান্ডের সাফল্যের মূল চাবিকাঠি হিসেবে কাজ করা ডিস্ট্রিবিউটর পার্টনারদের সম্মান জানানো হয়েছে। পাঁচ দশকের সাফল্য উদযাপন এবং পরিবেশক অংশীদারদের সম্মান জানাতে কোম্পানিটি এই সম্মেলনের আয়োজন করেছে, যাদের অংশীদারিত্ব এবং প্রতিশ্রুতি তার প্রবৃদ্ধির মূল চাবিকাঠি। প্যারাগনের গোল্ডেন জুবলী উদযাপন কলকাতায় শুরু হয়েছে, যা দেশব্যাপী চলা এক সিরিজের দ্বিতীয় অনুষ্ঠান।

প্রযুক্তির মাধ্যমে অংশীদারদের ক্ষমতায়ন করা

ট্রেড অপারেশন্স জোরদার করতে এবং অংশীদারদের সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য, প্যারাগন দক্ষতা এবং ব্যবহারযোগ্যতার জন্য তৈরি ব্যবহারিক ডিজিটাল টুলস চালু করেছে। ওয়াটসঅ্যাপ চ্যাটবট প্রোডাক্ট ক্যাটালগ, অর্ডার ট্র্যাকিং এবং ফিডব্যাক প্রক্রিয়াগুলিতে সহজ অ্যাক্সেস প্রদান করে এবং তাৎক্ষণিক কাস্টমার সাপোর্ট নিশ্চিত করে। গোল্ড সার্কেল লয়্যালটি অ্যাপ রিটেল বিক্রেতাদের অ্যামাজনের মাধ্যমে নির্বিঘ্নে পয়েন্ট অর্জন এবং রিডিম করতে সক্ষম করে, যা পুরস্কার প্রক্রিয়াটিকে সহজ এবং ট্রান্সপারেন্ট করে তোলে। সেলসফোর্সের সাথে সহযোগিতা করে, প্যারাগন ডিস্ট্রিবিউটর ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (ডিএমএস) তৈরি করেছে, যা লজিস্টিকসকে সহজতর করার এবং দৈনন্দিন কার্যক্রমকে অপ্টিমাইজ করার জন্য ডিজাইন করা একটি সমাধান, যা অংশীদারদের শক্তিশালী গ্রাহক সংযোগ তৈরিতে মনোনিবেশ করতে সহায়তা করে।

প্রাইম পার্টনারস প্রোগ্রাম

প্যারাগন প্রাইম পার্টনার প্রোগ্রামটি শীর্ষস্থানীয় রিটেল বিক্রেতাদের নতুন প্রোডাক্টের প্রাথমিক অ্যাক্সেস, মার্কেটিং এসিস্টেন্স এবং উন্নত দৃশ্যমানতার জন্য শপ-ইন-শপ ইনস্টলেশনের মতো সুবিধা প্রদান করে। এটি সাপ্তাহিক সাপ্লাই ভিসিটসের এবং লিডারশিপের সাথে স্ট্রাটেজিক আলোচনার মাধ্যমে নিয়মিত সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করে, যার লক্ষ্য আরও ভাল সহযোগিতা এবং বৃদ্ধির সুযোগ তৈরি করা।

অংশীদারিত্ব উদযাপন

প্যারাগনের মার্কেটিং এবং আইটি বিভাগের এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট শচীন জোসেফ বলেন, "এই গোল্ডেন জুবলী ভারতীয় পরিবারের আস্থা এবং আমাদের ডিস্ট্রিবিউটর পার্টনারদের অটল সমর্থনের প্রমাণ। আমাদের নতুন ডিজিটাল টুলস এবং প্রোগ্রামগুলি পারস্পরিক বৃদ্ধি ও উদ্ভাবন এবং সহযোগিতা দ্বারা পরিচালিত ভবিষ্যতের প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করে।"

কলকাতার এই ইভেন্টে প্যারাগনের উদ্ভাবন এবং সহযোগিতার উপর জোর দেওয়া হয়, যা পরবর্তী ৫০ বছরের প্রবৃদ্ধি এবং উৎকর্ষতার জন্য মঞ্চ তৈরি করে। গুণমান এবং শক্তিশালী অংশীদারিত্বের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধতার সাথে, প্যারাগন তার ট্রেড নেটওয়ার্ককে শক্তিশালী করে এবং গ্রাহকদের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি করে চলেছে। গোল্ডেন জুবলী উদযাপনের অংশ হিসাবে, আগামী 30 দিন ধরে দেশজুড়ে আঞ্চলিক ক্লাস্টারে অনুরূপ অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করা হয়েছে, যা দেশের সকল প্রান্ত থেকে অংশীদারদের একত্রিত করবে।

(৩ পাতার পর)

মাদক কারবারিকে নিয়েই এসটিএফের তল্লাশি বারুইপুরে

খুঁজছেন তদন্তকারীরা। সেরিনা বিবি মাদক ক্যারিয়ারের কাজ করতেন। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করেও একাধিক সূত্র মিলছে বলে খবর।এবার ঘর থেকে উদ্ধার হল ১৫০ গ্রাম হেরোইন।বারুইপুরের খোদারবাজার এলাকার ওই বাড়ির একতলায় ভাড়া থাকছিলেন ওই ব্যক্তি। সেখানেই রাজ্য পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স ও বারুইপুর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী মঙ্গলবার হানা দেয়। কোটি টাকার মাদক সেদিন ঘর থেকে উদ্ধার হয়েছিল। এছাড়াও ২৬ লক্ষ টাকা নগদ সেই ঘর থেকে মিলেছিল। গোটা বিষয়টিতে কিছুটা হতবাক হয়েছিলেন তদন্তকারীরাও। আনা হয়েছিল টাকা গোনার মেশিনও।মোকলেশ শেখ ও তাঁর শাশুড়ি সেরিনা বিবিকে গ্রেপ্তারের পর শুরু হয়েছিল জিজ্ঞাসাবাদ। ধৃতদের সাত দিনের পুলিশ হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। জেরায় একাধিক তথ্য মিলছে বলে খবর। সেই হিসেবেই রবিবার দুপুরে ধৃত মোকলেশ শেখকে ওই বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলেন এসটিএফের তদন্তকারীরা। প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা সেখানে তল্লাশি অভিযান চলে। উদ্ধার হল প্রায় ১০০ গ্রামের কাছাকাছি মাদক। তার বাজারদরও যথেষ্ঠ চড়া বলে খবর। এই খবর শোনার পরে পুলিশ কতটা ভালো কাজ করে তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন, বাসন্তী থানার এলাকায় হেদিয়ার মোড়ে মাঠের মধ্যে ওপেন জুয়া এবং সাট্টার আসর বসেছে পুলিশ জানার পরেও কোন পদক্ষেপ নিচ্ছে না বলে অভিযোগ। রাজ্য পুলিশের এস টি এম এ নজরে আনার জন্য গ্রামবাসীরা গোপনে কথা বলছে মিডিয়াকে।

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Randhumahal Club) - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219 (Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364, (Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্না মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

বার্ধক্য কাড়ল একাকী ভিখারিণীর প্রাণ, ঘুপচি ঘরে মিলল 'যখের ধন'!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

ছেলেমেয়েরা তাঁর কোনও খোঁজ খবর নিতেন না। অসহায় বৃদ্ধা দু'বেলা দু'মুঠো অন্ন জোগাড় করতে পারছেন কিনা, সেই খবরও নিতেন না তাঁর কীর্তিমান সন্তানরা। অথচ, সেই মায়েরই যখন মৃত্যুর খবর জানতে পারলেন, সুড় সুড় করে মায়ের ঘুপচি ঘরে চলে এলেন তাঁরাই।এলাকাবাসীর অনুমান, আসেনূর ভিক্ষা করে যা রোজগার করতেন, তার বেশিরভাগটাই এভাবে জমিয়ে রেখেছিলেন। যা একটা সময় লক্ষ টাকাও ছাড়িয়ে যায়। কিন্তু, বৃদ্ধা যে এত টাকা জমিয়ে ফেলেছেন, সেটা কি তিনি বুঝতে পেরেছিলেন? এর উত্তর কারও জানা নেই।

তবে, স্বাভাবিকভাবেই এই ঘটনায় ব্যাপক শোরগোল পড়ে যায় গোটা এলাকায়। যদিও উদ্ধার হওয়া এই অর্থ কার বা কাদের জিম্মায় গেল, সেই বিষয়ে নির্দিষ্ট করে কিছু জানা যায়নি।

আর তারপরই সামনে এল এমন এক ঘটনা, যা দেখে চোখ কপালে উঠল অকৃতজ্ঞ ছেলেমেয়েদের। ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলেন প্রতিবেশীরাও। কারণ, 'সহায় সম্বলহীন' ওই বৃদ্ধার ঘর থেকেই পাওয়া গিয়েছে লক্ষ লক্ষ টাকা, তাও নগদে!

রবিবার সকালে এই ঘটনা ঘটে মুর্শিদাবাদের ভগবানগোলায়। এই এলাকারই বেলিয়াচক পাড়ার বাসিন্দা ছিলেন আসেনূর বেওয়া। বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুসারে, বৃদ্ধা আসেনূরের সন্তানরাও তাঁর আপন ছিলেন না। তাঁরা বৃদ্ধার কোনও দেখাশোনা করতেন না।

ফলত, ভিক্ষা করেই দিন গুজরান করতেন আসেনূর বেওয়া। লোকের বাড়ি খাবার চেয়ে খেতেন। একথায় চরম কষ্ট ও যন্ত্রণার মধ্যে দিন কাটত বৃদ্ধার।

এই অবস্থায় শনিবার আসেনূর বেওয়ার মৃত্যু হয়। স্থানীয় সূত্রের জানা গিয়েছে, দীর্ঘকাল ধরেই বার্ধক্যজনিত নানা সমস্যা ছিল তাঁর। মৃত্যুর কারণও বার্ধক্যজনিত বিভিন্ন অসুখ।ফলত, ভিক্ষা করেই দিন গুজরান করতেন আসেনূর বেওয়া। লোকের বাড়ি খাবার চেয়ে খেতেন। একথায় চরম কষ্ট ও যন্ত্রণার মধ্যে দিন কাটত বৃদ্ধার।

এই অবস্থায় শনিবার আসেনূর বেওয়ার মৃত্যু হয়। স্থানীয় সূত্রের জানা গিয়েছে, দীর্ঘকাল ধরেই বার্ধক্যজনিত নানা সমস্যা ছিল তাঁর। মৃত্যুর কারণও বার্ধক্যজনিত বিভিন্ন অসুখ।

এরপর একপ্রকার বাধ্য হয়ে আসেনূরের ছেলেমেয়েকে খবর তাঁর মৃত্যুর খবর পাঠান পাড়া পড়শিরা। মা মারা গিয়েছেন শুনেই সুড় সুড় করে মায়ের বাড়িতে এসে একে একে জড়ো হতে থাকেন প্রয়াত আসেনূরের ছেলেমেয়েরা। এরপর তাঁদের মনে হয়, মায়ের ঘরটা একবার খানাতল্লাশি করা দরকার! বলা তো যায় না, যদি কিছু কাজের জিনিস থাকে!যা ভাবা, তাই কাজ। এরপর আসেনূর বেওয়ার সমস্ত ঘর তল্লাশি করা হয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের সামনেই চলতে থাকে সেই 'অভিযান'। আর তাতেই দেখা যায়, আসেনূরের ঘরের বিভিন্ন জায়গায় সযত্নে জমিয়ে রাখা রয়েছে অসংখ্য খুচরো পয়সা এবং নানা মূল্যের নোট। তাতে ১ থেকে ১০ টাকার কয়েন যেমন রয়েছে, তেমনই রয়েছে - ১০০, ২০০ ও ৫০০ টাকার নোট! সব মিলিয়ে যার পরিমাণ - ২ লক্ষ ২৩ হাজার ৪১৪ টাকা!

এলাকাবাসীর অনুমান, আসেনূর ভিক্ষা করে যা রোজগার করতেন, তার বেশিরভাগটাই এভাবে জমিয়ে রেখেছিলেন। যা একটা সময় লক্ষ টাকাও ছাড়িয়ে যায়। কিন্তু, বৃদ্ধা যে এত টাকা জমিয়ে ফেলেছেন, সেটা কি তিনি বুঝতে পেরেছিলেন? এর উত্তর কারও জানা নেই।

ভারতে জঙ্গলে ব্যাপক বন্দুকযুদ্ধ, নিরাপত্তাবাহিনীর দুই সদস্যসহ নিহত ৩৩

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

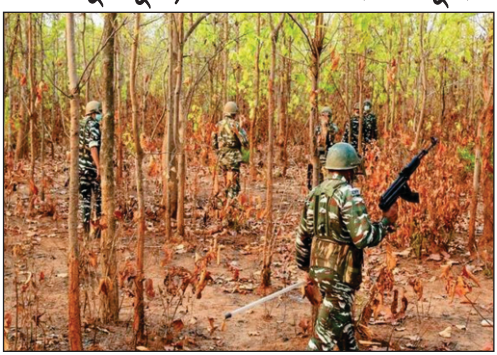

ভারতের ছত্তিশগড়ে বন্দুকযুদ্ধে অন্তত ৩৩ জন নিহত হয়েছে। নিহতদের মধ্যে দু'জন নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য। বাকি ৩১ জন মাওবাদী সদস্য। আহত হয়েছেন নিরাপত্তা বাহিনীর আরও দুই সদস্য।

রবিবার সকালে ছত্তিশগড়ের বস্তার বিভাগের বিজাপুর জঙ্গলে এই ঘটনা ঘটে।

বিজাপুর হচ্ছে সেই একই জেলা যেখানে জানুয়ারির শুরুতে একটি আইইডি বিস্ফোরণে আটজন নিরাপত্তা কর্মী এবং একজন বেসামরিক চালকের মৃত্যুর ঘটনা ঘটে, যার পরে জানুয়ারির শেষ সপ্তাহে সেখানে শুরু হওয়া মাওবাদী বিরোধী অভিযানে আটজন মাওবাদী নিহত হয়।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিজাপুরের জঙ্গলে চলমান এনকাউন্টারে নিরাপত্তা বাহিনীর দুই সদস্যও আহত হয়েছেন। একজন পুলিশ কর্মকর্তা বলেছেন, ১২ জন মাওবাদীর ইউনিফর্ম পরা মৃতদেহ অস্ত্র ও বিস্ফোরকসহ উদ্ধার করা হয়েছে একইসঙ্গে বিরতিহীনভাবে গোলাগুলিও চলছে।

মূলত নিরাপত্তা বাহিনীর একটি দল ইন্দ্রাবতী জাতীয় উদ্যান এলাকার জঙ্গলে মাওবাদীবিরোধী অভিযান শুরু করে। বড় সংখ্যক সিনিয়র ক্যাডারদের উপস্থিতির তথ্যের ভিত্তিতে এই অভিযান শুরু হয়। এর মধ্যেই রবিবার ভোরবেলা মাওবাদী এবং নিরাপত্তা বাহিনীর মধ্যে জঙ্গলে বন্দুক-যুদ্ধ শুরু হয় এবং ৩১ জন মাওবাদী নিহত হয়। এনকাউন্টারে বাহিনী দু'জন জওয়ানকেও হারিয়েছে এবং অন্য দু'জন যারা আহত হয়েছে, তাদের চিকিৎসার জন্য সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, আহত জওয়ানদের অবস্থা আশঙ্কাজনক নয়। এনকাউন্টারস্থলে আরও নিরাপত্তা কর্মী পাঠানো হয়েছে এবং তল্লাশি অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

সিনেমার খবর

পুরোপুরি বদলে যাওয়ার কারণ জানালেন দীপিকা

দীপিকা পাড়ুকোন

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

'দীপিকা পাড়ুকোন আগের মতো নেই, নিজেকে পুরোপুরি বদলে ফেলেছেন'– এমন কথা আজকাল বলিউডের অনেকের মুখে শোনা যাচ্ছে। যারা এ কথা বলছেন, তাদের দাবি এ অভিনেত্রী এখন পুরোপুরি ঘরকুনো হয়ে পড়েছেন। তাই বিভিন্ন পার্টিতে আগের মতো দেখা মেলে না তাঁর। এমনকি ছুটির দিনেও তিনি ঘর থেকে বের হতে চান না।

বলিউড সতীর্থদের এই কথা যে একেবারে মিথ্যা নয়, তা স্বীকার করেছেন দীপিকা নিজেও। সেই সঙ্গে জানিয়েছেন বদলে যাওয়ার কারণ। তিনি বলছেন, 'মাতৃত্ব নারী সত্তাকে অনেক বদলে দেয়। বহুকাল ধরে শুনে আসা এই কথা যে এক বিন্দু মিথ্যা নয়, নিজ অভিজ্ঞতা থেকে তা জানা হয়েছে। যার সুবাদে আমার উপলব্ধি পৃথিবীর অন্য মায়েদের থেকে আমি আলাদা নই।'

দীপিকার কথায়, 'মেয়ে দুয়া যেমন আমার আত্মার অংশ, তেমনি পৃথিবীর বড় সম্পদ। যাকে ছেড়ে এক মুহূর্তের জন্য দূরে থাকতে ইচ্ছা করে না। তাই যে দীপিকাকে সবাই দিন-রাত ছুটে বেড়াতে দেখেন, হাসি-গান-আড্ডায় পার্টি ও বিভিন্ন অনুষ্ঠান জমিয়ে রাখতে দেখেন; সহজে আর তাঁর দেখা মিলবে না। কারণ এখন দুয়াকে ঘিরেই কাটছে আমার মুহূর্ত। মাতৃত্ব চুটিয়ে উপভোগ করছি। যার সঙ্গে অতীতের দীপিকাকে মেলাতে যাবে না।'

গত সেপ্টেম্বরে দীপিকার কোলজুড়ে এসেছে প্রথম সন্তান দুয়া। তবে এখন পর্যন্ত দুয়ার ছবি প্রকাশ্যে আনেননি তিনি। তবে মাঝেমধ্যেই এই সময়টা কীভাবে কাটাচ্ছেন, তা ভাগ করে নেন সবার সঙ্গে। সেই সূত্রেই সবার জানার সুযোগ হয়েছে, মা হওয়ার পর নিজেকে অনেক বদলে ফেলেছেন দীপিকা। একই সঙ্গে বদলে ফেলেছেন প্রতিদিনের কাজের রুটিন।

আজও সেই দিনটা ভুলতে পারিনা; কেন বললেন রাকেশ রোশান?

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

'কৃষ' সিনেমাতে অ্যাকশন দৃশ্যের শুটিংয়ে অনেক সতর্কতা অবলম্বন করেও বিপদের মুখে পড়তে হয়েছিল হৃতিক রোশানকে। শুটিংয়ের সময়ে হৃতিক যেন মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েছিলেন। এক মুহূর্তের জন্য প্রাণে রক্ষা পেয়েছিলেন তিনি। সম্প্রতি, একটি সাক্ষাৎকারে হৃতিকের বাবা পরিচালক রাকেশ রোশান সে দিনের ঘটনার কথা জানান।

রাকেশ বলেন, 'হৃতিক যখন ওই ছবির শুটিং করত তখন প্রতিটা শটের আগে আমি প্রার্থনা করতাম, যেন সবকিছু ঠিকঠাক

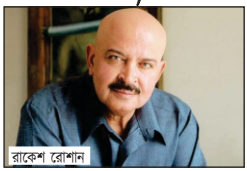
রাকেশ রোশান

হয়। যখন ও এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় লাফ দিত, তখন হৃতিক যেন সঠিক ভাবে লাফটা দিতে পারে, সে দিকে নজর রাখতাম। তাকিয়ে থাকতাম যেন পা মাটিতে পড়ে। না হলেই বিপদ। যদি মাটিতে পা না পড়ত, তাহলে ওখানেই হাঁটু ভেঙে সব শেষ।'

এরপরেই ২০০৫ সালে সিঙ্গাপুরে ঘটে যাওয়া মর্মান্তিক দুর্ঘটনার কথা জানান রাকেশ। তার কথায়, 'হৃতিক খুব উঁচু বিল্ডিংয়ে উঠেছিলেন এবং আমি ক্যামেরা নিয়ে রাস্তায় বসেছিলাম। আমি বুঝতে পারছিলাম যে, এই শটটা খুব কঠিন। একেবারেই ব্যালান্স করতে পারছিল না।'

রাকেশের ভাষ্য, 'আমি যে চেয়ার ছেড়ে উঠে অ্যাকশন ডিরেক্টরকে সবটা বুঝিয়ে বলব, তার আগেই যা হওয়ার হয়ে গিয়েছে। ছিটকে পড়ে সোজা মাটিতে। একটা গাছের আড়ালে পড়ায়, দেখতেও পাচ্ছিলাম না ঠিক কী হয়েছে। আমরা সবাই ঘটনাস্থলে ছুটে যাই। সৌভাগ্যবশত, খুব বেশি চোট পায়নি।'

শুকায়নি ঘাড়ের ক্ষত, বড় ছেলেকে নিয়ে প্রকাশ্যে সাইফ

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

সপ্তাহ দুয়েক আগে নিজ বাড়িতে ছুরি হামলার শিকার হন বলিউড অভিনেতা সাইফ আলী খান। এখনও ঘাড়ের ক্ষত শুকোয়নি। চিকিৎসকরা বলেছেন, এখনও বেশ কিছুদিন লাগবে সাইফ আলী খানের পুরোপুরি সুস্থ হতে। কিন্তু ছোটে নবাবকে তো বেডরুমে রাখাই যাচ্ছে না। কড়া নিরাপত্তাকে সঙ্গে নিয়ে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কিন্তু নিজে কখনও ক্যামেরায় তাকাননি। এবার ছেলের সঙ্গে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেখা মিলল সাইফের। ডান ঘাড়ে এখনও লাগানো ব্যান্ডেজ।

পোশাক শিল্পী বেনস গিল বুধবার (২৯ জানুয়ারি) একটি ছবি শেয়ার করেছেন তার ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডলে। সেখানেই শিল্পীকে দেখা গেছে সাইফ ও তার পুত্র ইব্রাহিমের মাঝে। নিজের বাড়ির বইয়ের আলমারির সামনে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে ছবি তুলেছেন সাইফ, পরনে সাদা ঢোলা পাজামা, আর নীল টি-শার্ট, হাতে রোদ চশমা।

সেই ছবি পোস্ট করে বেনস গিল লিখেছেন, 'খানদের সঙ্গে মধ্যাহ্ন ভোজনের পর ধরা পড়লাম।' এই পোস্টের নীচে নেটিজেনরা লিখেছেন, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ সাইফ ভাল আছেন। ইতোমধ্যেই সাইফ আলী খান ও কারিনা কাপুর খানের পক্ষ থেকে পাপারাজ্জিদের অনুরোধ করা হয়েছে, তারা যেন ছোট দুই ছেলে তৈমুর ও জেহ'র ছবি তোলার জন্য আর কোনও রকম অনুরোধ না জানান।

এছাড়াও সাইফের ওপর হামলার পর বান্দার সৎগুরু শরণ আবাসনের নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে। সাইফ-কারিনার ফ্ল্যাটের বারান্দা ঘিরে দেওয়া হয়েছে লোহার জালে। সেখানেও পাপারাজ্জিদের ঘোরাঘুরির বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা জারি হতে চলেছে।

উল্লেখ্য, গত ১৬ জানুয়ারি রক্তাক্ত অবস্থায় সাইফকে লীলাবতী হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। দাবি করা হয়, আগের রাতে কোনও দুষ্কৃতী চুরির উদ্দেশে তাদের বাড়িতে ঢুকে পড়ে। লুটপাটে বাধা পেয়েই সাইফের ওপর আক্রমণ করে সে।

রঞ্জি ট্রফিতে কোহলিকে দেখতে গ্যালারিতে হাজার হাজার দর্শক

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

এক যুগ পর দিল্লির হয়ে ভারতের প্রথম শ্রেণির টুর্নামেন্ট রঞ্জি ট্রফিতে খেলছেন বিরাট কোহলি। আর সেই ম্যাচ দেখার জন্য দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে জড়ো হয়েছেন প্রায় ১৫ হাজার দর্শক।

রেলওয়ের বিপক্ষে আজ টস জিতে আগে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয় দিল্লি। ম্যাচের ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই কোহলির সঙ্গে সেলফি তুলতে মাঠে ঢুকে পড়েন এক দর্শক। তাছাড়া দিল্লি মেট্রো থেকে স্টেডিয়াম পর্যন্ত 'কোহলি, কোহলি' স্লোগান প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। তখনই বোঝা গিয়েছিল গ্যালারিতে দর্শকদের জায়গা দিতে হিমশিম খাবে কর্তৃপক্ষ। হয়েছেও তা-ই!

অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামের ১৬ ও ১৭ নম্বর গেটে স্থানীয় সময় সকাল ৭টা থেকেই লাইন ধরতে শুরু করেন দর্শকরা। গৌতম গম্ভীর স্ট্যান্ডের এই দুটি গেট দিয়ে সাধারণ দর্শকদের বিনামূল্যে প্রবেশের অনুমতি দিয়েছিল দিল্লি ও জেলা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন।

উন্মাদনায় ভরপুর ভক্তরা সকাল ৯টার দিকে ব্যারিকেড ভেঙে ফেললে বাধ্য হয়ে ১৮ নম্বর গেট খুলে দেয় কর্তৃপক্ষ। গম্ভীর স্ট্যান্ড পূর্ণ হওয়ার তারা খুলে দেয় বিষেণ সিং বেদী স্ট্যান্ড। যা পূর্ণ হতে সময় লাগে মাত্র ১০ মিনিট।

উন্মাদনার মাঝে পুলিশের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি-ধস্তাধস্তিতে জড়িয়ে পড়েন কিছু দর্শক। ভিড়ের মধ্যে পড়ে পাঁচ বছরের সন্তানসহ আহত হন এক দম্পতি। তাছাড়া এক পুলিশ কনস্টেবলের পায়ে চোট লাগায় তাকে ব্যান্ডেজও করানো হয়। এমন ঘটনার পর স্টেডিয়ামে বাড়তি নিরাপত্তার জন্য এক ডজন কমান্ডো পুলিশ রাখা হয়।

মূলত কোহলির ব্যাটিং দেখার আকাঙ্ক্ষা নিয়েই স্টেডিয়ামে হাজির হয়েছিলেন এতো দর্শক। কিন্তু তাদের হতাশ করে টস জিতে আগে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন দিল্লি অধিনায়ক আয়ুশ বাদোনি।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের নকআউটে গেল যারা

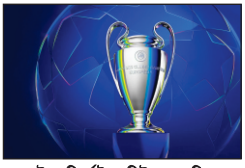

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের লিগ পর্বে গত রাতে খেলা ছিল ৩৬টি দলের। আগে কয়েকটি দলের নকআউট নিশ্চিত হয়েছিল, গত রাতে সেই তালিকায় যোগ হয়েছে আরও কয়েকটি দল। বাদ পড়েছে ১২টি দল।

শেষ ম্যাচের আগেই শেষ ষোলো নিশ্চিত করা লিভারপুল পিএসভির সঙ্গে হেরেছে ৩-২ গোলে। সেই সুযোগে টেবিলের শীর্ষে উঠতে পারত বার্সেলোনা। তাদেরও আগেই শেষ ষোলো নিশ্চিত হয়েছে। কিন্তু আটালান্টার সঙ্গে পয়েন্ট ভাগাভাগি করায় দুইয়ে থেকেই লিগ পর্ব শেষ করল হ্যান্সি ফ্লিকের শিষ্যরা। লিভারপুল আছে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে। তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে আর্সেনাল, ইন্টার মিলান, অ্যাতলেটিকো মাদ্রিদ, লেভারকুসেন, লিলে ও অ্যাস্টন ভিলা।

প্লে অফে উঠেছে পয়েন্ট টেবিলের ৯ থেকে ২৪ নম্বর পর্যন্ত থাকা দলগুলো। শেষ ষোলোর টিকিটের জন্য তাদের খেলতে হবে প্লে-অফ। আর প্লে-অফে দুটি ম্যাচ। এর ড্র হবে আগামী শুক্রবার (৩১ জানুয়ারি)। আর ম্যাচগুলো হবে ফেব্রুয়ারির দ্বিতীয় ও তৃতীয় সপ্তাহে।

বাদ পড়েছে টেবিলের ২৫ থেকে ৩৬ নম্বর পর্যন্ত দলগুলো।

সরাসরি শেষ ষোলো নিশ্চিত : লিভারপুল, বার্সেলোনা, আর্সেনাল, ইন্টার মিলান, অ্যাতলেটিকো মাদ্রিদ, লেভারকুসেন, লিলে ও অ্যাস্টন ভিলা।

প্লে-অফ নিশ্চিত : আটালান্টা, বরুশিয়া ডর্টমুন্ড, রিয়াল মাদ্রিদ, বায়ার্ন মিউনিখ, এসি মিলান, পিএসভি, পিএসজি, বেনফিকা, মোনাকো, ব্রেস্ট, ফেইনুর্ড, জুভেন্টাস, সেল্টিক, ম্যানচেস্টার সিটি, স্পোর্টিং ও ক্লাব ব্রুগ।

বাদ পড়ল : জিরোনা, দিনামো জাগরেব, স্টুটগার্ট, স্লোভান ব্রাতিস্লাভা, শাখতার দোনেৎস্ক, বোলেগনা, রেড স্টার বেলগ্রেড, স্টুর্ম গ্রাজ, স্পার্টা প্রাহা, লেইপজিগ, সালসবুর্গ ও ইয়ং বয়েজ।

ডেভিস কাপ থেকেও সরলেন জকোভিচ

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

চোটের থাবায় ডেভিস কাপের আসছে ম্যাচেও খেলতে পারবেন না নোভাক জোকোভিচ। দলীয় এই টুর্নামেন্টের বাছাইপর্বের প্রথম রাউন্ড থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন সার্বিয়ান তারকা। এটিপি র‍্যাঙ্কিংয়ের ষষ্ঠ স্থানে থাকা জোকোভিচের সরে যাওয়ার কথা নিশ্চিত করেছে সার্বিয়ার টেনিস ফেডারেশন-টিএসএস।

কোপেনহেগেনে ডেনমার্কের বিপক্ষে আগামী শুক্র থেকে রোববার পর্যন্ত খেলবে সার্বিয়া। সেখানে দেশের প্রতিনিধিত্ব করার কথা ছিল জোকোভিচের। কিন্তু হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পাওয়ায় খেলা হচ্ছে না তার। ২০১০ সালে বেলগ্রেডে ফ্রান্সের বিপক্ষে ঐতিহাসিক জয়ে ডেভিস কাপ জিতেছিল সার্বিয়া। দেশের সেই স্মরণীয় সাফল্যে দলের অংশ ছিলেন জোকোভিচ।

গত শুক্রবার অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে ছেলেদের প্রথম সেমি-ফাইনাল খেলার সময় এই চোট পান জোকোভিচ। এক সেট খেলেই সরে দাঁড়াতে বাধ্য হন তিনি। তাতে প্রথমবার অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের ফাইনালে পা রাখেন আলেক্সান্দার স্ফেরেফ। তাকে হারিয়ে শিরোপা ধরে রাখেন ইতালিয়ান তারকা ইয়ানিক সিনার।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O . : Uttar Moukhali,P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329 and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR